|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৬**  **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। এ সত্যটিকে অনুধাবন করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে শিশু সুরক্ষাসহ সকল অধিকার নিশ্চিত করেছেন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের পূর্বেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শিশুর পুষ্টি-স্বাস্থ্য-সেবা শিক্ষা নিশ্চিকরণ, শিশু নির্যাতন বন্ধ, শিশু পাচার রোধে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার ও পুনর্বাসন, নিরাপত্তা বিধান এবং শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রদান কাজ হল শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিশু সুরক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এ সংক্রান্ত সরকারের নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

**২.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ**

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **শিশু আইন, ২০১৩**  জাতিসংঘে শিশু অধিকার কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশনের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু আইন,২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। | * ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ; * শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; * সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন; * জেলা শিশু কমপ্লেক্স ভবন স্থাপন; * ৬টি বিভাগীয় শহরে শিশু সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা; এবং * মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন। |
| **জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১:**  ২০১১ সালে সরকার জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।  জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরুপ:   * সকল শিশুর জন্য বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ইত্যাদি অত্যাবশীয় সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন; * কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ; * শিশুদেরকে সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ; * ভবিষ্যতে বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য শিশুদেরকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা; * শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনে প্রভাব পড়ে এমন যেকোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং * শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। | * কিশোর-কিশোরী সুরক্ষা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ, বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুগঠিত করা; * নিয়মিত শিশু পত্রিকা প্রকাশ; * শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ; * শিশুদের মেধা মনন বিকাশে বছর মেয়াদি সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ (সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, নাট্যকলা, আবৃত্তি, গীটার তবলা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার, সুন্দর হাতের লেখা, দাবা এবং বেহালা) প্রদান; * সুন্দর হাতের লেখা প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি; * শিশুদের সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, গীটার অভিনয়সহ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; * শিশুতোষ চলচিত্র নির্মাণ; * উপজেলা পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে জাতীয় পর্যায়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদান; * শিশুদের জাপান, ভারত, তুরস্কসহ বিশ্বের অনেক দেশে ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা। |
| **শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩**  এ নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরুপঃ   * গর্ভাবস্থায় মায়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করা, সুস্থ ও সবল শিশুর নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং মা ও নবজাতককে ঝুঁকিমুক্ত রাখা * স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা; * প্রারম্ভিক শৈশব হতে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; * সকল শিশুর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; * বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত ও সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; * এতিম, অনগ্রসর ও গৃহহীন শিশুদের মৌলিক চাহিদা, বিশেষ করে খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; * বৈষম্য থেকে সব শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা; * ঝড়ে পড়া শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা। | * দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি; * শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ শিশুদের পুনর্বাসন করা; * গর্ভ হতে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর বিকাশে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচি; * প্রারম্ভিক মেধাবিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মসূচি; * নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি; * নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি; * নারী ও শিশু উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচারনা ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি; * অভিভাবক ও ঝড়ে পড়া শিশুদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি; * হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি,স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; * পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধকল্পে সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; * শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি কেন্দ্রিয় কারাগার, বিলুপ্ত ছিটমহল, আশ্রয়ন প্রকল্প, যৌন পল্লীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। |
| **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS)**  ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। এ কৌশলপত্রে শিশুর উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ   * পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ভাতার প্রচলন; * সবধরনের কর্মস্থলে শিশু কেন্দ্র স্থাপন; * স্কুল টিফিন ব্যবস্থা প্রচলন ও এতিম শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন; * দরিদ্র পরিবারের ৪ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন; * ১৮ বছরের নিচে সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা প্রচলন করা। | * ইসিইআর (Enabling Environment For Child Right) প্রকল্পের আওতায় শিশু কিশোরদের ২০০০ টাকা ভাতা প্রদান; * দরিদ্র শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা; * বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন করা; * সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা; * হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখা-পড়া নিশ্চিতকরণ; * নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান; * নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য ৯টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৬০টি ওয়ান-ষ্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফালিং ল্যাবরেটরি স্থাপন; * নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানের জন্য টোল-ফ্রি হেল্প লাইন ১০৯ চালুকরণ; এবং * নারী ও শিশুদের জন্য ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হৃদরোগ হাসপাতাল স্থাপন; * বাল্যবিবাহ, পাচার, যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, সভা সেমিনার আয়োজন করে নিম্নোক্ত আইন ও বিধিমালার বিষয়াদি জানানো: * নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০; * জাতীয় শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮; * বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বিধিমালা, ২০১৮; * যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; * ডিএনএ আইন, ২০১৪; * ডিএনএ বিধিমালা, ২০১৮; * পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, বিধিমালা, ২০১৩। |
| **৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**  ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম ভিশন হলো শিশুর উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মত অত্যাবশকীয় সেবার সুযোগ সকল শিশুর জন্য সম্প্রসারণ করা।  ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশু সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরুপ:   * সরকারি নীতিসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা; * স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা; * সকল শিশুর জন্য প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; * সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা; * শিশুর সেবা প্রদানকারী ও মাতা-পিতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান; * ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; * শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। |
| **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা:**  টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জেন্ডার সমতা। এখানে ১৭টি লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট টার্গেট থাকলেও লক্ষ্য ৫ এর বিপরীতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে টার্গেট নিধারণ করা হয়েছে। এ টার্গেটসমূহের অন্যতম হল:   * সকল ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসন; * সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পাচার, যৌন নিপীড়ন এবং সকল ধরনের শোষণসহ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দূরীকরণ; * সব ধরনের ক্ষতিকর চর্চা যেমন বাল্য বিবাহ, বয়সের পূর্বে বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর প্রজনন অংগহানির মত ক্ষতিকর বিষয়গুলো রহিতকরণ; * জেন্ডার সমতা সম্প্রসারণে সর্বস্তেরের নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। |

**৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত ৩ বছরের অর্জন**

বিগত ৩ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৮ লক্ষ নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ৬ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান করা হয়েছে। মোট ১১৯টি ডে-কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে প্রায় ১১,২৮৫ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৬টি মহিলা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে (ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম) নির্যাতিত অসহায় ৪৮৫ জন মা ও ৩৬৭ জন শিশুকে সাময়িকভাবে আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৫৭৯টি ক্লাবের মাধ্যমে ৫২১১০ জন কিশোর কিশোরীকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বয়সন্ধি, স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৮ এবং যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ পাশ হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১৪,০০০জন শিশু কে সেবা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শিশু পুরস্কার ২০১৮তে ২,৬১,৬৮৮ জন প্রতিযোগি অংশ গ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে ২৩৭ জন বিজয়ী শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের (আজিমপুর, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) মাধ্যমে মোট ৭৫০ জন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের খাবার ও বাসস্থানসহ লেখা পড়া ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

**৪.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট**  **2020-21** | **বাজেট**  **2019-20** | **প্রকৃত**  **2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 37.49 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 31.01 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 6.48 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 16.26 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 13.44 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 2.82 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.72 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.06 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.31 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **43.37** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.১৪ শতাংশ যা ১০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ০.১২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩৯.৬৮ শতাংশ হচ্ছে শিশু-কেন্দ্রিক, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৩৮.২৪ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৫.৮৭ শতাংশ। এ মন্ত্রণালয় পরিচালন বাজেটের অধীনে শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

**৫.০ উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| নামঃ প্রতিষ্ঠা চাকমা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা সম্প্রদায়ের একজন। জন্ম ২০০৭ সালের ২ মে। লেখাপড়া করছে রাঙ্গামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে। ছোটবেলা থেকেই তার নৃত্যশিল্পী হওয়ার শখ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি রাঙ্গামাটি জেলা শাখায় নাচ প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হয়ে তার ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। প্রতিষ্ঠা নৃত্য শিল্পী হিসেবে শিশু একাডেমি থেকে পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৬৮জন প্রতিযোগিকে পিছনে ফেলে প্রতিষ্ঠা জুনিয়র অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত হয়। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে জুনিয়র অ্যাম্বাসেডর হিসেবে জাপানের ফুকুওকায় অনুষ্ঠিত ৩০তম এশীয় প্যাসিফিক চিলড্রেন কনভেনশনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে প্রতিষ্ঠা চাকমা নিজেকে গর্বিত মনে করেন। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা;
* সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা;
* শিশু বাজেট তৈরীর জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করা;
* সকল উপজেলা মার্কেট, শপিং কমপ্লেক্সে শিশু কর্ণার স্থাপন করা;
* শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন করা;
* সকল জেলা এবং উপজেলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা।

**৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ**

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনাসমূহ** | * শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও সুরক্ষা প্রকল্প; * গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্প বাস্তবায়ন; * শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ প্রকল্প বাস্তবায়ন; * বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন; * বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা ও উপজেলা শাখায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন; * উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন; * শিশু অধিকার সুরক্ষায় শিশু টেলিভিশন প্রকল্প বাস্তবায়ন; * ৪৫০ জন দুঃস্থ শিশুকে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান; * ৩,০০,০০০ জন শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; * মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে ৩০০০ জন শিশুকে সেবা প্রদান; এবং * জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ৬৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা। |
| **মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ** | * শিশুর প্রারম্ভিক ও যত্ন বিকাশে সমন্বিত নীতি বাস্তবায়ন; * গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে নাচ, গান, আবৃত্তি, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া, হামদ-নাত, গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; * মহিলাদের গর্ভাবস্থায় থেকে শিশুর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, পুষ্টি, সুরক্ষা পারষ্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নসহ উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সম্পৃক্ত সকল ধরনের সেবা প্রদানকারী সরকারি/ বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ। |
| **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা** | * শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা; * সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা; * সকল জেলা উপজেলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন; * সকল উপজেলা এবং শপিং কমপ্লেক্স এ শিশু কর্ণার স্থাপন করা; এবং * মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া। |

**৮.০ উপসংহার**

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশের বেশি হলো শিশু। সারাদেশে প্রায় ৩ কোটি শিশু বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন যাদের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস কেহ গরীব অথবা কেহ পথশিশু যাদের অধিকাংশই বাস করে ফুটপাতে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য যাই হোক না কেন রাষ্ট্রের কাছে সব শিশুই সমান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও আধুনিক মানব সম্পদের শক্ত ভিত রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়েরভিশন হচ্ছে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু। শিশুর সুরক্ষার অন্যতম উপাদান হলো নির্যাতন ও সহিংসতা হতে শিশুদের রক্ষা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। এ অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং করবে।